মেহেরপুরে নতুন ৫৭ জন করোনা আক্রান্ত! মৃত্যু-৫

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৫৭ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যবরণ করেছেন ৫ জন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদরে ১৫ জন, গাংনীতে ৩৫ জন মুজিবনগর ৭ জন।

রবিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ২২৩টি। তারমধ্যে ৫৭ জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৭৭৮ জন। তার মধ্যে সদরে ২২৩ জন, গাংনীতে ৪৫১ জন এবং মুজিবনগরে ১০৪ জন।

এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ৮০ জন । মৃতদের মধ্যে সদরে ৩২ জন, গাংনী ২৯ জন ও মুজিবনগরে ১৯ জন।

এসময় তিনি সবাইকে সামাজিক দূরত্ব, নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস, মাস্ক ব্যবহার, জনসমাগম এড়িয়ে এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

চুয়াডাঙ্গার বেগমপুর ইউনিয়নে কর্মহীন মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন ৫নং বেগমপুর ইউনিয়নে কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাসে কর্মহীন মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

রোববার সকাল ১০ টায় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন ইউপি চেয়ারম্যান আলী

হোসেন জোয়ার্দার। এসময় করোনা ভাইরাসের মহামারী প্রতিরোধে চলমান ১৪ দিনের লকডাউনের ১১তম দিনে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন ৫নং বেগমপুর ইউনিয়নে কর্মহীন হয়ে পড়া ৯টি ওয়ার্ডের ২০০টি পরিবারের মাঝে প্রধানমুন্ত্রীর উপহার খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন।

এখাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ১০ কেজি চাউল, ২ কেজি আলু, ১ কেজি মসুরীর ডাউল, ১ কেজি পেঁয়াজ, ১ কেজি লবণ, ১ লিঃ সোয়াবিন তৈল ও ১টি হাত ধোয়ার সাবান। এসময় ট্যাগ অফিসার হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার জাহাঙ্গীর আলম, সদর উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার বেগমপুর ক্লাষ্টার আবু তালেব, উপ-সহকারী কৃষি অফিসার (হিজলগাড়ি ব্লক) আনোয়ার হোসেন, উপ-সহকারী কৃষি অফিসার (দোস্ত ব্লক) রফিকুল ইসলাম, বেগমপুর ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক অহিদুল ইসলাম, ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ফয়জুর রহমান, ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান-১ ও ইউপি সদস্য জিল্লুর রহমান জুলমত, আবু সালেহ, কায়েস আলী, আলী কাদের, আমানুল ইসলাম, এরেং আলী, সংরক্ষিত সদস্য আহারন নেসা, হালিমা খাতুন বাবু, নাসিনা বেগম, প্রমুখ।

গাংনীতে মামলা জটিলতায় আটকে গেছে প্রধানমন্ত্রীর উপহারের তিনটি ঘর

মামলা জটিলতার কারণে মেহেরপুরের গাংনীর কাষ্টদহ গ্রামে ভূমিহীনদের নামে বরাদ্দ দেয়া প্রধান মন্ত্রির উপহারের তিনটি ঘর নির্মাণ কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। স্থানীয় কয়েকজন প্রভাবশালী বরাদ্দকৃত খাস জমি নিয়ে মামলা করায় সিংহভাগ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবার পর আর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে পারেননি উপজেলা প্রশাসন। তবে প্রশাসন বলছে, শ্রীঘ্র মামলাটি নিষ্পত্তি করণ সাপেক্ষে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

জানা গেছে, এ উপজেলার কাষ্টদহ গ্রামের ইসরাফ আলীর মেয়ে জরিনা ও

আঙ্গুরা এবং একই গ্রামের পন্ডিত দাসের স্ত্রী লক্ষি দাসের নামে খাস জমি বরাদ্দসহ প্রধান মন্ত্রির ঘর উপহারের জন্য নির্বাচন করা হয়। সেমতে শুরু হয় ঘরের কাজ। ঘর নির্মাণ কাজ শুরুর সময় কেহ কোন আপত্তি না জানালেও নির্মাণ কাজের শেষ সময়ে ষোলটাকা গ্রামের হবিবর রহমানের ছেলে আতিয়ার রহমান, মোখলেছুর রহমান ও আনিছুর রহমান এবং মতিয়ার রহমানের ছেলে মোস্তাফিজুর রহমান ও রিফাত আলী বাদী হয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে প্রধান বিবাদী করে চার জনের নামে মোকাম গাংনী সহকারী জজ আদালত বরাবর একটি মামলা দায়ের করেন যার নং- দেং ৫৭/২০২১। মামলার আর্জিতে জমিটি খাস নয় এবং কাস্টদহ মৌজার সিএস ১৮৯ দাগের অর্ন্তভুক্ত। ওই জমিটি উত্তরাধির সুত্রে তারা ভোগ দখল করছেন।

বিজ্ঞ আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে ওই জমির উপরে নির্মান কাজ স্থগিত রাখার আদেশ জারি করেন। বিজ্ঞ আদালতের আদেশ প্রাপ্তির পর উপজেলা প্রশাসন ওই নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। সেই সাথে বন্ধ হয় মাটি ভরাটসহ অন্যান্য কাজ। ইতোমধ্যে নির্মানাধিন ঘরের চারপাশে পানি জমলে বিভিন্ন জন ফেইসবুকে ছবিসহ পোস্ট করলে উপজেলা প্রশাসন বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েন।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম জানান, আদালতের নিষেধাজ্ঞা ও মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় ওই জমিতে নির্মানাধিন ঘরের বাকি কাজ সমাপ্ত করণ ছাড়াও মাটি ভরাট করা সম্ভব হচ্ছে না। শীঘ্র মামলাটি নিষ্পত্তি করণ শেষে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে ঘর বুঝিয়ে দেয়া হবে।

কুষ্টিয়ার নতুন করে শনাক্ত ২৪৫ জন! হাসপাতালে শয্যাসংকট

কুষ্টিয়ায় হু হু করে বাড়ছে করোনা শনাক্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৪ ঘণ্টায় ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও পিসিআর ল্যঅব এবং সিভিল সার্জন সুত্রে

জানা যায়, ৮৯২ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ২৪৫ জনের শরীর নতুন করে করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে।

শনিবার রাতের কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক কার্যালয় সুত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এদিকে হাসপাতাল ঘুরে দেখা গেছে, শনিবার (১০ জুলাই) বিকেল পর্যন্ত সেখানে ৪২২ জন রোগী চিকিৎসাধীন ছিলেন।
শয্যাসংকটের কারণে অতিরিক্ত রোগীরা হাসপাতালের মেঝে, করিডর এবং বারান্দায় চিকিৎসা নিচ্ছেন। রোগীর ভিড়ে সেখানেও পা ফেলার জায়গা নেই। গাদাগাদি করে চিকিৎসা নিচ্ছেন রোগীরা।

কুষ্টিয়া করোনা হাসপাতালে ২০০ শয্যার বিপরীতে ৪২২ রোগী রয়েছেন। দেখা দিয়েছে শয্যাসংকট। হাসপাতালে বর্তমানে ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত ২২২ রোগী মেঝে, করিডর এবং বারান্দায় ভর্তি রয়েছেন।

তবে অক্সিজেনসহ পর্যাপ্ত চিকিৎসা সরঞ্জাম থাকলেও জনবল ও জায়গার অভাব। এ জন্য চিকিৎসক, নার্স, আয়াসহ সংশ্লিষ্ট সবাই চিকিৎসা সেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছে। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. এমএ মোমেন।

কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যার করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. এমএ মোমেন বলেন, শনিবার দুপুর পর্যন্ত হাসপাতালে রোগী ভর্তি ছিলেন ৪২২ জন। এর মধ্যে করোনায় আক্রান্ত রোগী ছিলেন ১৯২ জন ও করোনা সন্দেহ রোগী ছিলেন ১৩০ জন।

তিনি বলেন, কুষ্টিয়ায় করোনা হাসপাতাল হওয়ার পর একসঙ্গে ৪২২ জন রোগী ভর্তি এই প্রথম। এর আগে ২০০ রোগীর কাছাকাছি ভর্তি হয়েছে। তবে বর্তমান সময়ে যে পরিমাণ রোগী ভর্তি হচ্ছে, তা আগে কখনো হয়নি। এত রোগীর চাপ সামলাতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, হাসপাতালে সেন্ট্রাল অক্সিজেন, হাইফ্লো ন্যাজাল ক্যানোলা, অক্সিজেন সিলিন্ডার পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। কিন্তু আয়া, সুইপার, পিয়ন ও ফান্ডের অভাব রয়েছে। এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে। রোগীর চাপ দেখে মনে হচ্ছে আরও শয্যা বা ইউনিট বাড়াতে হবে। চিকিৎসক ও নার্সের সংখ্যাও বাড়াতে হবে।

শনিবার সকালে সরেজমিনে দেখা যায়, রোগীর ভিড়ে হাসপাতালের কোথাও পা ফেলার জায়গা নেই। গাদাগাদি করে চিকিৎসা নিচ্ছেন রোগীরা।

অক্সিজেনসহ পর্যাপ্ত চিকিৎসা সরঞ্জাম থাকলেও জনবল ও জায়গার অভাব রয়েছে। এ জন্য চিকিৎসক, নার্স, আয়াসহ সংশ্লিষ্ট সবাই সেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছেন।

জরুরি বিভাগের সামনে একটি ট্রাক থেকে কয়েকজন শ্রমিককে অক্সিজেন সিলিন্ডার নামাতে দেখা যায়। সিলিন্ডার নিয়ে তারা দ্বিতীয় তলায় ওঠে যান। সেখানে ভিড় ঠেলে কোনোরকমে একটি ওয়ার্ডে প্রবেশ করেন। সেখানে করোনা রোগীদের চিকিৎসা চলছে। বাইরের কাউকে সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। সিঁড়ি থেকে ওয়ার্ডের প্রবেশমুখ পর্যন্ত শতাধিক মানুষ গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছেন।

ওয়ার্ডের ভেতরে যেতেই চোখে পড়ল মেঝে ও বারান্দায় শুয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন অনেক রোগী। ওয়ার্ডের ভেতরে কয়েকটি কক্ষ। সব জায়গাই রোগীতে ঠাসা। কোথাও শয্যা ফাঁকা নেই। রোগী ও রোগীর স্বজনদের ভিড়ে পা ফেলার জায়গা নেই।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হাসপাতালের একজন চিকিৎসক বলেন, করোনা এভাবে বাড়তে থাকলে কোনো সিস্টেমই কাজে আসবে না। তখন অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে যাবে। বিশ্বের অন্যান্য দেশে যা ঘটেছে। এ জন্য আমাদের সবার সচেতন হওয়ার বিকল্প নেই।

জেলা প্রশাসক সাইদুল ইসলাম বলেন, কঠোরভাবেই বিধিনিষেধ পরিপালন করানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ও করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রতিদিনই জেলা-উপজেলা প্রশাসন বিভিন্ন স্থানে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছে।

কুষ্টিয়ায় এবার ৫ মাসের শিশু করোনায় আক্রান্ত

কুষ্টিয়ায় আয়েশা খাতুন নামে ৫ মাস বয়সী এক শিশু করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৮ জুলাই) সকালে কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে র্যাপিড অ্যান্টিজেন পদ্ধতিতে নমুনা পরীক্ষায় তার করোনা পজিটিভ রিপোর্ট

এসেছে।

কুষ্টিয়ায় সবচেয়ে কম বয়সী শিশুর করোনা আক্রান্তের ঘটনা এটি দ্বিতীয়। এর আগে গত ২২ জুন প্রিন্স নামে দেড় মাস বয়সী এক শিশু করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিল। সে সুস্থ হয়ে উঠেছে। করোনা আক্রান্ত শিশুটির বাড়ি কুষ্টিয়া পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের আড়ুয়াপাড়া এলাকার ৭৫ আমিনুল হক বাদশা সড়কে।

গত এক সপ্তাহ ধরে শিশুটির দাদা-দাদি, চাচা, বাবা-মা, ভাইসহ পরিবারের সদস্যরা জ্বর ও ঠান্ডায় ভুগছিলেন। শরীরে করোনাভাইরাসের উপসর্গ দেখে বুধবার তারা নমুনা পরীক্ষা করান। এতে শিশুটির দাদা- দাদি, চাচা, বাবা-মা, ভাইসহ ৭ জনের শরীরে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। পরের দিন বৃহস্পতিবার চিকিৎসকেরা শিশু আয়েশার নমুনা পরীক্ষার পরামর্শ দিলে শিশুটির করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসে। করোনা শনাক্তর পর শিশুটিকে হোম আইসোলেশনে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

আয়েশার চাচা হাফিজুর রহমান বলেন, বুধবার আমাদের পরিবারের সাত সদস্যের করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসে। পরে শিশু আয়েশারও রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তিনি আরও বলেন, এক সপ্তাহ ধরে পরিবারের অন্যান্য সদদ্যের ঠান্ডা-জ্বর ছিল। বুধবার নমুনা পরীক্ষা করলে করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসে তাদের।

পরে বৃহস্পতিবার আয়েশার নমুনা পরীক্ষা করালে তারও পজিটিভ রিপোর্ট আসে। পরিবারের সদস্যরা জানান, আয়েশার শরীরে এখন কোনো উপসর্গ নেই। আগে জ্বর ছিল। বর্তমানে জ্বর চলে গেছে। সে নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া ও খেলাধুলা করছে। তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও ভালো আছেন।

শিশু আয়েশার বিষয়ে সদর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক ইনজামুল হক বলেন, শিশুটির শরীরে সামান্য জ্বর ছাড়া আর কোনো লক্ষণ নেই। সে ভালো আছে। নমুনায় করোনা পজিটিভ আসার পর শিশুটিকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সদর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অ্যান্টিজেন টেস্ট ইউনিটের ইনচার্জ সেলিনা আক্তার চম্পা।

কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম জানান, গত মাসে দেড় মাস বয়সী এক শিশু করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিল। কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। শিশুটি সুস্থ হয়ে উঠেছে। ভয়ের কিছু নেই। দেশে অনেক শিশু করোনায় আক্রান্ত হচ্ছে। চিকিৎসায় তারা

সুস্থ হয়ে যায়। আয়েশা নামের শিশুটি পরিবারের সংস্পর্শে সংক্রমিত হতে পারে।

কুষ্টিয়ায় বেক্সিমকো কোম্পানীর নাপা সংকট, দ্বিগুণ দাম, রোগীদের ভোগান্তি

কুষ্টিয়ায় করোনাভাইরাসের আক্রান্তের সংখ্যা অতীতের সকল রেকর্ড প্রতিদিনই ভঙ্গ করেছে। এ পর্যন্ত জেলায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সোয়া ৩’শ মানুষের প্রাণ গেছে। এদিকে সরবরাহ না থাকায় কুষ্টিয়া জেলা শহর ছাড়াও বিভিন্ন উপজেলার ফার্মেসিগুলোতে প্যারাসিটামাল জাতীয় নাপা ওষুধের সংকট দেখা দিয়েছে। এতে করে রোগীদের ভোগান্তি আরও বেড়ে যাচ্ছে। করোনাভাইরাসে প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় নাপা জাতীয় ঔষধের চাহিদা কয়েকগুণ বেশি বৃদ্ধি পাওয়ায় এ সংকট দেখা দিয়েছে বলে জানিয়েছেন ফার্মেসির মালিকরা।

দু’ এক ফার্মেসিতে পাওয়া গেলেও দ্বিগুণ দাম নেওয়ার অভিযোগ করেছেন ভোক্তারা। তবে ফার্মেসিগুলোতে সংকট সৃষ্টি হয়েছে বেক্সিমকো কোম্পানীর নাপা (প্যারাসিটামল) ওষুধের। দাম বাড়ানো হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। এক সপ্তাহ ধরে প্যারাসিটামল ওষুধের বিক্রি বেড়েছে। ওষুধ না পেয়ে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

শনিবার শহরের কলেজ মোড়, হাসপাতাল মোড়, রাজ্জাক সুপার মার্কেট, এনএস রোড, হাসপাতাল গেট, লাহিনী বটতলা, বারখাদা ত্রিমোহনীসহ মিরপুর উপজেলার বিভিন্ন এলাকা সরেজমিন ঘুরে এ তথ্য জানা গেছে। শাহজাহান মিয়া নামে এক ব্যক্তি বলেন, আমার ছেলের গত তিন দিন যাবত জ্বর। নাপা ওষুধ এলাকার একাধিক দোকানে খুঁজে পাইনি। দোকানদার শুধু বলেন সরবরাহ নেই। এতে আমার ছেলের ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।

জিয়ানামের এক যুবক বলেন, আমার বাবার কয়েকদিন যাবত জ্বর ও শরীর ব্যথায় ভুগছি। অনেক দোকানেই নাপা নেই। দু’এক দোকানে পেলেও দাম

বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট সমিতি কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি রফিকুল আলম টুকু বলেন, মাসখানেক হলো নাপা জাতীয় সকল ওষুধের সংকট দেখা দিয়েছে। অনেক ব্যবসায়ী বেশি দামে কিনে বেশি দামে বিক্রি করতে চাইলে আমি তাদের মানা করেছি। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে কথা বলে সমাধান করা হবে।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদু ইসলাম বলেন, করোনা মহামারিতে কোনো ফার্মেসি ওষুধের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করেতে পারবেন না। এ জন্য বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে। ওষুধের অতিরিক্ত দাম নেওয়ার অভিযোগ পেলে ওই ফার্মেসি মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দামুড়হুদায় স্বাস্থ্যবিধি না মানায় ভ্রাম্যমান আদালতে ১৭ জনকে অর্থদন্ড

দামুড়হুদায় স্বাস্থ্যবিধি না মানায় মাক্স পরিধান না করায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় ১৭ জনকে ২২ হাজার ১’শ টাকা অর্থদন্ড করা হয়েছে।করোনা পার্দূভাব নিয়ন্ত্রণ ও লকডাউনে বিধিনিষেধ বাস্তবায়নে শনিবার দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সুদীপ্ত কুমার সিংহ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৬ জনকে ২২ হাজার ১’শ টাকা অর্থদন্ড প্রদান করেন।

দামুড়হুদা উপজেলা বিভিন্ন স্থানে বিষ্ণুপুর- জুড়ানপুর-গয়েশপুর-লক্ষীপুর-নতিপোতা-ভগিরতপুর- চারুলিয়া-নাটুদাহ-ঘচিয়ারমোড়-হুদাপাড়া-মুন্সীপুর-কুতুবপুর,পীরপুরকুল্লা-ঠাকুরপুর-কার্পাসডাঙ্গা,বাঘাডাঙ্গা,মোক্তারপু,ঠাকুরপুর,কুড়ালগাছী,প্রতাপপুর,রুদ্রনগর, সদাবরী, জিরাট-বড়বলদিয়া, বাড়াদি-পারকৃষ্ণপুর-মদনা, নাস্তিপুর-দর্শনা,পৌরসভা-কামারপাড়া রামনগর, হাউলী রেলগেট-লোকনাথপুর, জয়রামপুর অর্থদন্ড করেন গতকাল শনিবার মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা কালে দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ২৬৯ ধারায় ৯টি মামলায় ১৭জনকে ২২ হাজার ১’ শ টাকা অর্থদন্ড করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সুদীপ্ত কুমার সিংহ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা কালে উপজেলা সহকারী

কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সুদীপ্ত কুমার সিংহ জনস্বার্থে এসময় তিনি বলেন করোনা থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের সরকারের দেওয়া সকল ধরনের বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে। সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে। ব্যাপক হারে দেখা দিয়েছে করোনার উপসর্গ। কয়েকদিনের ব্যবধানে মৃত্যুর হার বেড়েই চলেছে ।

আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সচেতন মহল সাধারণত এসময় করোনার সংক্রমণ হার বেড়েই চলেছে, হাসপাতালগুলোয় ৬০ ভাগ বয়স্ক মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি থাকেন। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ ঠাকাতে এই নাগরিকদের সতর্কভাবে ঘরে থাকার পরামর্শ দেন তিনি। আগামীতে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে করোনার ।

এ জন্য সবার মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এলাকায় নতুন করে যাতে আক্রান্ত না হয়, আমাদের সবাই কে সজাগ থাকার জন্য পরামর্শ দেন আগামীতে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ। এ জন্য সবার মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রোগীর চাপ বাড়ছেই

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল করোনা ডেডিকেটেড ঘোষণা করার পর ২৫০ শয্যার হাসপাতালে ২০০ শয্যায় রোগী ভর্তি করা হচ্ছে। তবে প্রতিদিন রোগী ভর্তি থাকছে ৩ শতাধিক। আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় হাসপাতালে চাপ বেড়েছে। গত ১০ দিনে করোনা আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে শতাধিকের ওপর মানুষ মারা গেছে।

মৃত্যু বাড়ায় শহরের তিনটি গোরস্থানে আগের থেকে চাপ বেড়েছে। প্রতিদিন ৭ থেকে ৮ জনের দাফন করতে হচ্ছে খাদেমদের। আর হাসপাতাল

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার তাপস কুমার সরকার বলেন, হঠাৎ করেই মৃত্যু বেড়েছে। এখন প্রায় প্রতি ঘণ্টায় একজন মারা যাচ্ছে। তবে কোনোদিন কম-বেশি থাকছে। এক সপ্তাহ ধরে ১০ এর অধিক মানুষ মারা যাচ্ছে। বাড়িতে চিকিৎসা নিতে নিতে যখন খারাপ হচ্ছে, তখন মানুষ হাসপাতালে আসছে। অক্সিজেনে লেভেল তখন অনেক নিচে নেমে যাচ্ছে। জেলা শহরের যে কয়েকটি অক্সিজেন সিলিন্ডার বিক্রির দোকান রয়েছে, সেখানে এখন ভিড়। এমনই এক দোকান মালিক আক্তারুজ্জামান লাবু বলেন, অক্সিজেনের চাহিদা কয়েকগুণ বেড়েছে।

মিনিটে মিনিটে ফোন আসে অক্সিজেনের জন্য। দামও আগের তুলনায় একটু বেড়েছে বলে জানান তিনি। হাসপাতালে দায়িত্বরত অনেক চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বললে তারা জানান, কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে তারা হিমশিম খাচ্ছেন। কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক আক্রামুজ্জামান মিন্টু বলেন, গত সাত-আট দিন ধরে ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে রোগীরা আসছেন।

আবার তারা নিজ বাড়িতে ৭-৮ দিন আইসোলেশনে থাকার পর আসছেন, যখন অবস্থা সাংঘাতিক হয়ে যায় তখন। শেষ সময়ে হাসপাতালে আনা হয় তাদের। ততক্ষণে চিকিৎসকদের কিছুই করার থাকে না। বেশিরভাগ রোগীর অক্সিজেন লেভেল ৮০ নিচে চলে যায়। হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক আবদুল মোমেন বলেন, রোগীর চাপ বাড়ছেই। প্রতিদিন প্রায় ৪০-৫০ নতুন রোগী ভর্তি হচ্ছেন। করোনামুক্ত হচ্ছেন তার অর্ধেকেরও কম।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্স ড্রিলশেডে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সাড়ে দশটার সময় পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় পুলিশ সুপার সভায় অংশগ্রহণকারী সকল অফিসারদের সুবিধা- অসুবিধার কথা মনোযোগ সহকারে শোনেন। পূর্ববর্তী কল্যাণ সভায়

উপস্থাপিত অসুবিধা সমাধান সহ সার্বিক বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করেন। চাহিদার প্রেক্ষিতে থানা,ক্যাম্প,ফাঁড়ীতে সিলিং ফ্যানসহ দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য জিনিষ পত্রাদি প্রদান করা হয়।চুয়াডাঙ্গা জেলার সকল পুলিশ সদস্যদের অংশগ্রহণে পরিচালিত পুলিশ কোপারেটিভ সোসাইটির লভ্যাংশের টাকা সমপরিমানে বন্টন করে পুলিশ সুপার মহোদয় সকল ইউনিট ইনচার্জের হাতে তুলে দেন। এসময় পুলিশ সুপার পুলিশ শপিং মলের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

পুলিশ ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ইনচার্জ টিআই মোঃ মশিউর রহমান এর বদলী জনিত বিদায় সম্মাননা স্মারক ও ফুলেল শুভেচ্ছা জানান পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স কর্তৃক ২০১৯-২০২০ সালে শুদ্ধাচার পুরস্কারের জন্য মনোনীত হওয়ায় চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে পুলিশ সুপার কনস্টেবল নুরুল ইসলাম এর হাতে ভাল কাজের স্বীকৃতি স্বরুপ সম্মাননা স্মারক ও সার্টিফিকেট তুলে দেন। মাসিক কল্যাণসভা শেষে সাড়ে বারেটার সময় পুলিশ লাইন্স প্যারেড গ্রাউন্ডের পাশে ড্রিলসেড সংলগ্নে ইনডোর ব্যাডমিন্টন ও টেবিল টেনিস কোর্ট এর স্থান নির্বাচন, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

উক্ত কল্যাণ সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কনক কুমার দাস, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) জাহাঙ্গীর আলম, শিক্ষানবিস সহকারি পুলিশ সুপার মোঃ সাজিদ হোসেন, সকল অফিসার ইনচার্জগণ, ডিআইও-১, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, টিআই (এডমিন), আরআই পুলিশ লাইন্সসহ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের অফিসার ফোর্সবৃন্দ।

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে মানবতার দেয়ালে মানবিক সহায়তা প্রদান

‘ ‘আপনার যা প্রয়োজন নেই, তা রেখে যান, আপনার যা প্রয়োজন তা নিয়ে যান”। এমনই এক মানবতার দেয়াল তৈরী করেছে ঝিনাইদহের

কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। করোনায় আক্রান্ত মুমূর্ষ রোগীদের চিকিৎসা এবং অক্সিজেনের জরুরী প্রয়োজন মেটাতে সমাজের বিত্তবান, জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক ব্যক্তিসহ সকলে মানবিক সহায়তা প্রদান করছেন।

করোনায় জরুরী প্রয়োজন মেটাতে নিজ উদ্যোগে মানবিক সহায়তা হিসাবে অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান করলেন, উপজেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলী।

শনিবার বিকালে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মানবতার দেয়ালে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদের নিকট তিনি ৭টি অক্সিজেন সিলিন্ডার হস্তান্তর করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন, আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাঃ মোঃ ফারুক হুসাইন, পৌর আ.লীগের আহ্বায়ক ফারজেল হোসেন মন্ডল, উপজেলা আ.লীগের সহ-সভাপতি লুৎফর রহমান, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার তাজুল ইসলাম, উপজেলা যুবলীগ নেতা মীর কাশেম আলী সহ স্থানীয় উপজেলা আ.লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

অনুষ্ঠানে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ বলেন, মহামারীর এই সংকটে করোনায় আক্রান্ত আইসোলেশনে চিকিৎসা সেবা নেওয়া মুমূর্ষ রোগীদের জন্য অক্সিজেন খুবই জরুরী।

এই সংকটাপূর্ণ পরিস্থিতে উপজেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলী নিজ উদ্যেগে অক্সিজেন সিলিন্ডারের ব্যবস্থা করে যে মানবিক সহায়তা করলেন, মহামারী করোনা চিকিৎসা সেবায় তা গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখবে।